প্রথম আলো

তারিখ 25 FEB 2019
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

এসএসসির আবশ্যিক পরীক্ষা

নকলমুক্ত হলেও উত্তর ও প্রশ্নপত্রে জটিলতা

শরিফুজ্জামান পিন্টু ●

এসএসসি ও সমমানের আবশ্যিক বিষয়ের পরীক্ষাগুলোতে নকল কমেছে। প্রথম চারটি পরীক্ষায় কোনো সহিংস ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। তবে রাজশাহী বোর্ডে প্রশ্নপত্রে ভুল, কুমিল্লা বোর্ডে ৩০ নম্বরের সহপাঠ নিয়ে জটিলতা ও কঠিন প্রশ্ন, যশোর বোর্ডে ইংরেজির প্রশ্নপত্রে বানান ভুলসহ বেশ কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছে, প্রশ্নপত্র বা উত্তরপত্রে ভুলের কারণে কোনো পরীক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না আসায় পরীক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তা কমছে না। বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থী জানিয়েছে, মাত্র এক নম্বরের জন্য একটি গ্রেড থেকে ছিটকে পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

১৫ ফেব্রুয়ারি এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর প্রথম চারটি আবশ্যিক বিষয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিতির সংখ্যা অস্বাভাবিক বলে মনে করছেন বোর্ডের কর্মকর্তারা। বিশেষ করে মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে সর্বাধিকসংখ্যক পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকছে। এর কারণ হিসেবে বোর্ডসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রথম চারটি আবশ্যিক বিষয়ের পরীক্ষায় এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যায়। যারা উত্তীর্ণ হতে পারবে না অথবা যাদের প্রস্তুতি যথেষ্ট

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

নকলমুক্ত হলেও উত্তর ও প্রশ্নপত্রে জটিলতা

শেষ পৃষ্ঠার পর

নয় বলে মনে করে, তারা পরীক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকে। উল্লেখ্য, এবার দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ লাখ ৬৩ হাজার ৪৮৪। দেশের ২৬ হাজার ২৩৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এসব ছাত্রছাত্রী সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

অনুপস্থিতি: এসএসসি ও সমমানের বাধ্যতামূলক ইংরেজি ও বাংলা বিষয়ের চারটি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া থেকে বিরত রয়েছে ১৩ হাজার ৬৬৭ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে ইংরেজি প্রথম পত্রে পাঁচ হাজার ৭৮০, ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে তিন হাজার ৩০, বাংলা প্রথম পত্রে দুই হাজার ১৯১ এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্রে দুই হাজার ৬৬৯ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

১০টি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল স্তরের প্রথম পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল সর্বোচ্চ দুই হাজার ৪৯৪ জন এবং চার পরীক্ষায় ওই বোর্ডে মোট অনুপস্থিত ছিল চার হাজার ৪৩৪ জন। অন্যদিকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা দুই হাজার ২১২।

রাজশাহীতে ভুল প্রশ্নপত্র: ১৯ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ওই বোর্ডের বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের 'ক' সেটের ৪৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর সঠিক নয়। প্রশ্নটি হলো, কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সব কাব্যের আদি-অনাদি খুঁজে পেয়েছেন কোথায়? এর সঠিক উত্তর আসাদের রক্তধারায়। কিন্তু উত্তরে আছে 'আমাদের' রক্তধারায়। একই সেটের ৩, ৪ ও ৩৫ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোনটি, তা নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যেই মতবিরোধ আছে। ৩ নম্বর প্রশ্নে কবি কোন ভাষায় গুণকীর্তন করেছেন—এটির মাতৃভাষা ও বাংলা ভাষা দুটি উত্তরই সঠিক।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. মোয়াজ্জেম হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে যদি একটি উত্তরও সঠিক না থাকে, তাহলে প্রত্যেককে নম্বর দেওয়া হবে। আর যদি প্রমাণ হয় দুটি উত্তরই সঠিক, সে ক্ষেত্রে দুটির যেকোনো একটিকেই সঠিক উত্তর ধরা হবে।

কুমিল্লা বোর্ডে ৩০ নম্বরের জটিলতা: ওই বোর্ডের বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষায় ৩০ নম্বর বরাদ্দ ছিল সহপাঠ অংশের জন্য। বোর্ডের বেশ কিছু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বেসরকারি প্রকাশকদের সহপাঠ পড়লেও প্রশ্ন এসেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) প্রকাশিত সহপাঠ থেকে। জানা যায়, এনসিটিবির দেওয়া পাঠ্যসূচিতে তিনটি উপন্যাস ও তিনটি নাটকের নাম উল্লেখ ছিল। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি উপন্যাস ও একটি নাটক পড়ানোর এখতিয়ার ছিল স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে। কিন্তু কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড এনসিটিবির প্রকাশিত নাটক ও উপন্যাসের আলোকেই প্রশ্নপত্র তৈরি করেছে।

একমুখী শিক্ষা স্থগিত হওয়ার পর এনসিটিবি ২০০৮ সালের পাঠ্যসূচি অনুসরণ করার পরামর্শ দেয়। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মো. আবু তাহের বলেন, প্রকাশকেরা বিষয়টি জানতেন না এবং তাঁদের এটা জানানো হয়নি। ফলে তাঁরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তাঁদের প্রকাশিত সহপাঠ চালু রাখার চেষ্টা করেছেন। তিনি আরও বলেন, শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যবই ও পাঠ্যসূচি নিয়ে একেক সময় একেক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালে এ ধরনের বিভ্রান্তি হওয়াই স্বাভাবিক।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আতিকুর রহমান বলেন, এনসিটিবি, প্রকাশক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝির কারণে এটা ঘটতে পারে। তিনি আরও বলেন, ছেলেমেয়েদের উচিত দুশ্চিন্তা না করে সামনের পরীক্ষাগুলো ভালোভাবে সম্পন্ন করা। তারা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়টি বোর্ড নিশ্চিত করবে।

যশোরে প্রশ্নপত্রে বানান ভুল: যশোর শিক্ষা বোর্ডের ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষায় তিনটি বানান ভুল ছিল। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আমিরুল আলম খান বলেন, এসব ভুলের জন্য কারও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া প্রশ্নপত্রের বানান সম্পর্কে বিজি প্রেসকে সতর্ক হওয়ার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও কার ভুলে এটা হয়েছে, তা খুঁজে দেখা হবে।

পরীক্ষার্থী বহিষ্কার কমেছে: এসএসসি পরীক্ষায় নকলের মাত্রা এবং বহিষ্কারের সংখ্যা দুই-ই কমেছে। আবশ্যিক প্রথম চারটি পরীক্ষায় বহিষ্কৃত হয়েছে ২৫১ জন পরীক্ষার্থী। গত বছর এই চার বিষয়ে বহিষ্কারের সংখ্যা ছিল ৪১০।

শিক্ষক বহিষ্কার বেড়েছে: প্রথম চারটি পরীক্ষায় শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়েছেন ১৪ জন। গত বছর প্রথম চারটি পরীক্ষায় শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়েছিলেন ১২ জন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বহিষ্কৃত শিক্ষকদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হবে। এরপর কেউ দায়িত্বে অবহেলা করেছেন বলে প্রমাণিত হলে বেতন বন্ধসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।